বৃদ্ধাবস্থায় শারীরিক অসুস্থতা
(ক্যানসার - ১)

প্রশান্ত কুমার ঘোষ
(ফোন : ০৯৯৯৯৮৯৭০১৮)

বৃদ্ধ বয়সে কতকগুলি ক্যানসার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ক্যানসার রোগ শরীরে প্রবেশ করবার নানা কারণের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হোল "জাতকের বয়স"। তবে বয়স্কদের মধ্যে যাদের শারীরীক সুস্থতা বজায় আছে অর্থাৎ "বি এম আই" নিয়ন্ত্রণে আছে, শরীরে ডায়াবেটিস রোগ নেই, খাদ্যতালিকা সুস্বাস্থ্যপূর্ণ, ধূমপান কিম্পা মদ্যপান করেন না এবং কোন কর্মে নিযুক্ত আছেন যার কারণে ব্যস্ততা অনুভব করেন কিন্তু কর্মচাপ অনুভব করেন না তাদের ক্ষেত্রে ক্যানসার রোগ তুলনামূলকভাবে কম মাত্রায় হতে দেখা যায়। এবিষয়ে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন এবং "ক্লিনিকাল ট্রায়ালে" (Clinical Trial) ৬৫ বছরের বেশী বয়স্ক মানুষদের যুক্ত করতে পারলে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। কোন ওষুধের উপযুক্ততার পরীক্ষায় পৃথিবীর কোনদেশেই জাতকের বয়স ৬০-এর বেশী হলে তাদের উপর "ক্লিনিকাল ট্রায়েল" করা হয় না। আমাদের দেশে তো এমন গবেষণা হয়ই না এমনকি ইউরোপ বা আমেরিকায়ও বয়স্কদের উপর ওষুধের প্রভাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই কম হয়ে থাকে। বয়সসীমা ৬৫ পেরিয়ে গেলে এমন জাতকদের বাদই দেওয়া হয় "ক্লিনিকাল ট্রায়াল" পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমীক্ষা থেকে। অথচ এমন মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে পৃথিবীর সর্বত্র বেড়ে চলেছে। আগামী একশো বছরে মানুষের গড় আয়ু একশো বছর হবে বলেই লেখকের অনুমান। সেই কারণে আগামীদিনের জন্য এমন গবেষণার প্রয়োজন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের এইকথা মনে রেখে ভবিষ্যতের গবেষণায় বৃদ্ধ এবং অতিবৃদ্ধদের "ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে" সংযুক্ত করে গবেষণা চালানো উচিত এবং নতুন তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে বয়বৃদ্ধদের চিকিৎসা সহজতর হবে এবং চিকিৎসায় তাদের শরীর আরও সুস্থ রাখা সম্ভব হবে।

ক্যানসার রোগ শরীরের একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে শুরু হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় "সত্তর লক্ষ কোটি কোষ" আছে। এই বিপুল সংখ্যক কোষের ভীড়ে কোথায় "একটি কোষ" ক্যানসার কোষে পরিবর্ত্তিত হয়েছে সেটা প্রথম অবস্থায় জানা মানুষের বর্ত্তমান জ্ঞানের ভিত্তিতে মোটেই সম্ভব নয়। ক্যানসার কোষটি ক্রমে ক্রমে বিভাজিত হয়ে বর্দ্ধিত হলে একটা সময়ের পর শরীরে রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে। প্রথম অবস্থায় শরীরের কোথাও একটা ফুসকুড়ি বা ফুলে ওঠা মাংসপিন্ডের অংশ দেখা দিতে পারে যখন তাতে কখনও কখনও কোন ব্যথা বা বেদনার অনুভূতি থাকে

না। বহুক্ষেত্রে জাতকের শরীরের ওজন অজানা কারণে দ্রুত "বাড়তে বা কমতে" শুরু করে। জাতক দিনে দিনে দুর্বলতা অনুভব করে কিন্তু দুর্বলতার কোন কারণ বুঝতে পারে না। কখনও শরীরে ফুসকুড়ি দেখা দিলে রোগী চিকিৎসা দ্বারা সেটি থেকে নিস্তার পেতে চায়। কিন্তু উপযুক্ত পরীক্ষকের নজরে না পড়ায় সে ফুসকুড়ি কোনমতেই সেরে ওঠে না এবং রোগের নিশ্চয়তা স্থির হয় না—এইভাবে দিন চলতে থাকে। সাধারণত এই ধরণের ফুসকুড়ি মুখের মধ্যে যেকোন জায়গায় হতে দেখা যায়। অন্য উপসর্গে কখনও রোগীর গলার আওয়াজ মোটা হতে শুরু করে। কখনও আবার এমন কাশির রোগ দেখা দেয় যে কোনমতেই, কোন ওষুধেই কাশিটিকে বাগে আনা যায় না। কখনও মলমূত্র ত্যাগ করবার সময় তিনি কষ্ট পান এবং মলমূত্রে "রক্ত" দেখা যায়। কখনও মল ভীষণ কালো রূপ ধারণ করে। কখনও তার খেতে কষ্ট হয় কিম্বা খাওয়ার খাবার পরই শরীরে কষ্ট অনুভূত হয়, অনেকসময় খাবার বমি করে ফেলে। কখনও খাবার গিলতে বা ঢোক গিলতে যন্ত্রণা হয়। কখনও পেটে ক্রমাগতভাবে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। কখনও শ্বাসকষ্ট শুরু হয় কিম্বা বুকে অল্প অল্প যন্ত্রণার অনুভূতি হয়। কখনও শরীরে ন্যাবা রোগ (Jaundice) হতে দেখা যায়। কখনও বা তিনি ভীষণ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন।

এমনসব লক্ষণ অন্য কারণেও হতে পারে। কিন্তু এরূপ দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণ দেখা দিলে কাল বিলম্ব না করে সুচিকিৎসকের কাছে যাওয়া প্রয়োজন এবং শরীরটিকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত করা দরকার, শরীরে ক্যানসার রোগ প্রবেশ করেছে কিনা। বয়বৃদ্ধদের এবিষয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

"এক্সরে" (X-Ray), "সিটি স্ক্যান" (C T Scan), "এম আর আই স্ক্যান" (M R I Scan), "বায়প্সি" (Biopsy) এবং অনেকগুলি ক্যানসার সম্বন্ধীয় বায়োকেমিক্যাল (Biochemical) পরীক্ষার ভিত্তি এবং জাতকের শারীরিক অসুস্থতার উপর নির্ভর করে। সুচিকিৎসক বুঝতে পারেন ক্যানসার কোথায় বাসা বেঁধেছে এবং এই রোগ শরীরের কতখানি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। রোগ প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে বহুক্ষেত্রে রোগটিকে সমূলে বিনষ্ট করা যায়। একটু দেরিতে ধরা পড়লেও ততটা ভয়ের কারণ নেই। আজকাল বহু আধুনিক পদ্ধতিতে এই রোগের সুচিকিৎসা সম্ভবপর হচ্ছে। যার ফলে রোগীকে বহুক্ষেত্রে কয়েকটা বছর সক্ষমতার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে।

"মনরে তুমি কহ যে –
ভাল মন্দ যাহা আসুক
সত্যরে লও সহজে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর